# ফিরে চাই অরণ্য

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

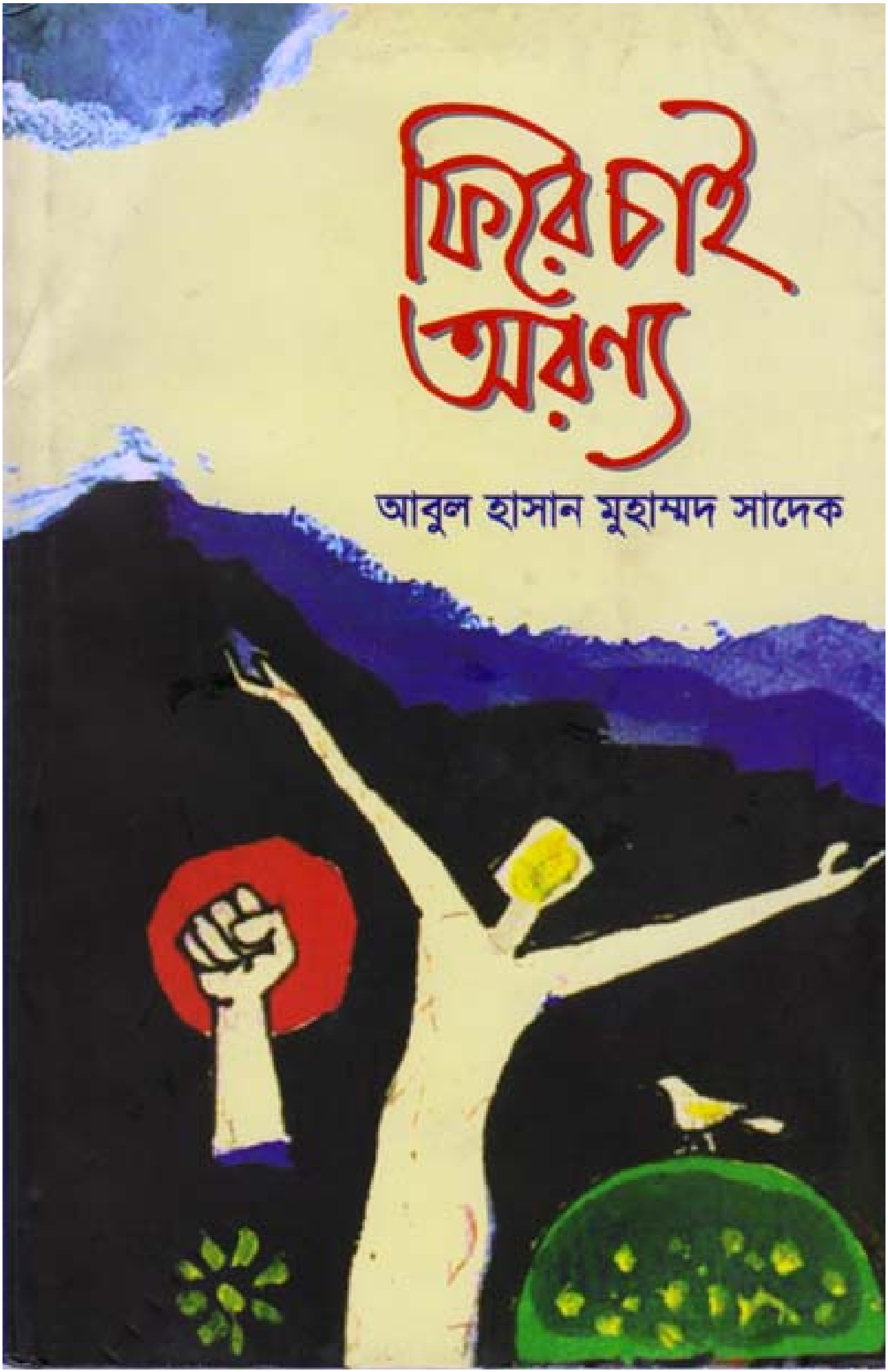

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক মননশীল লেখক, গল্পকার, প্রবন্ধকার, শিশু সাহিত্যিক, ছড়াকার, কলামিষ্ট, ভ্রমণ কাহিনী শিল্পী, শিক্ষাবিদ এবং শেষতঃ কবি। 'ফিরে চাই অরণ্য' কাব্যগ্রন্থে জীবনকে জীবনের অতিরেক সহযোগে অলংকারিক রূপ প্রদান করার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। সে প্রয়াস যেমন 'রেটোরিক' তেমনি 'রিয়্যাল'ও। ব্যক্তি, ব্যষ্টি ও সমাজের অবসিত জট ভেঙ্গে দেওয়ার মধ্য দিয়ে নতুন মাত্রার নতুন সমাজের ভিত নির্মাণ করতে চেয়েছেন তিনি। প্রতিদিনকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চিন্তন, অনুচিন্তন, অনুভবের সংশ্লেষে অধুনাতন চৈতন্যের উন্মেষ ঘটান এখানে এই কবি। তিনি জীবনের অন্তহীন অরণ্যাণী নতুন পত্র-পল্লবে সঞ্জীবিত করতে চান, পল্লবিত করতে চান, আন্দোলিত করতে চান, উজ্জ্বল উচ্ছল নির্মল আলো বাতাসে।

অদৃশ্যমান, আকাঙ্খিত, আরাদ্ধ জীবনের প্রসন্ন প্রহরের সমাবেশ সন্নিহিত করাই কবির কামনা ও বাসনা। কবির আততি। এ যেন হারানো ইমেজ পুনরুদ্ধারের অন্য ধারার নস্তালজিকতা।

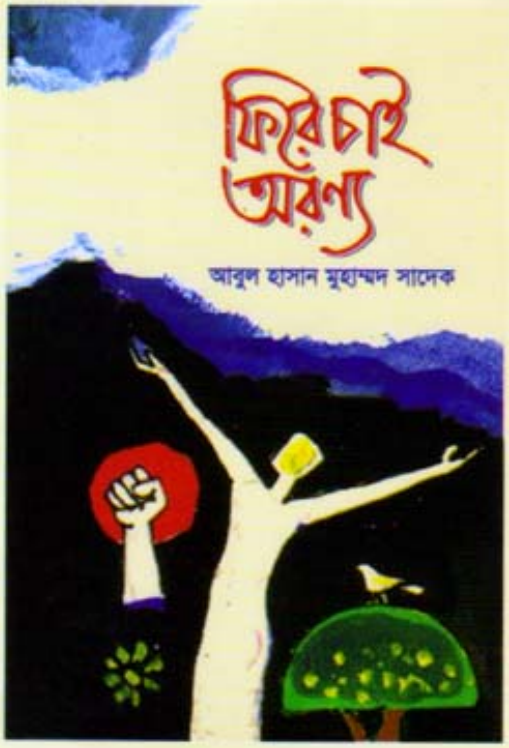

# ফিরে চাই অরণ্য

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

কথামালা

ফিরে চাই অরণ্য
আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

কথামালা

©

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রচ্ছদ
উত্তম সেন

প্রকাশক
কথামালা
বাড়ি-১৪, রোড-২৮, সেক্টর-৭
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০

কম্পোজ
মোঃ হাবীবুর রহমান

মুদ্রণ
মেডিস প্রিন্টার্স
১৪৫ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ১৫০.০০

---

**Firey Chai Oronna**
**Abul Hasan Muhammad Sadeq**
**First Edition :** February 2015, **Cover Design :** Uttam Sen, **Published** by: Kothamala, House-14, Road-28, Sector-7, Uttara Model Town, Dhaka-1230
**Price :** 150.00

ISBN : 978-984-33-6483-8

উৎসর্গ

আম্মা আয়েশা খাতুন

যিনি আমার জীবনের কবিতা

আব্বা আবদুল খালেক

যিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা

## সূচিপত্র


হে ফেব্রুয়ারি তুমি ফাল্গুন হও ৫
স্বাধীনতা ৮
বিকানের মহারাণী ১০
ফিরে চাই অরণ্য ১২
স্বপ্ন ১৪
রমণী ১৭
দুটাকার স্বপ্ন ১৯
শৈল্পিক ভূষণ ২০
হৃদয়ে চিরদিন ২১
রক্ত ২৩
রবি চিরন্তন ২৫
স্বপ্নপুরী সেন্টমার্টিন ২৬
অ আ ক খ ২৮
সতীরাণী ২৯
মুক্তির সংগ্রাম ৩১
ঈদ শপিং ৩৪
শহীদ মিনার ৩৫
স্বাধীনতা উদযাপন ৩৬
নারী ৩৮
চশমা ৪১
কবিতা ৪২
প্রতিশ্রুতি ৪৩
৪৪ চলো আজ বসন্ত সমীরণে
৪৫ হৃদয়ে পুলিশ
৪৬ ইতি
৪৮ জাহান্নামের রূপ
৪৯ কল্পবাজার
৫১ আইনাধীনতা
৫২ আলোর পাখি
৫৩ সন্ত্রাসী
৫৫ চলে এসো এই কিনারায়
৫৬ নালিশ
৫৭ চট্টলার জুদার পাড়া
৫৮ নিমকহারাম
৬০ ক্ষুদ্র উপহার
৬১ চলুক!!!
৬২ এসো এসো পবিত্র
৬৩ বিনির্মাণে স্বাধীনতা
৬৪ মশার শাহাদত
৬৫ বলি
৬৬ লাঠি
৬৭ বালিশ
৬৮ মঞ্চ

# হে ফেব্রুয়ারি তুমি ফাল্গুন হও

হে ফেব্রুয়ারি তুমি ফাল্গুন হও
তুমি অন্য কিছু নও
তুমি ফাল্গুন হও।

মায়ের এই ভাষা ঘিরে
কতো শহিদের রক্ত ঝরে
বৃথা যেতে দেবো না তারে।

হে আমার জাতি
নন্দিত তুমি নিন্দিত নও
হে ফেব্রুয়ারি আজ তাই
ফাল্গুন হও।

হে দাদি, তুমি বাবা হও
তুমি আমার বাবা, দাদি নও
হে আমার জন্মদাতা
জন্ম দিয়েছো তুমি
লালন করেছো অতি যতনে
ধন্য আমি
কিন্তু ব্যথা পাই বুকে
ওরা চায় ঠেলে দিতে আমাকে
তোমার থেকে দূরে
অনেক দূরে
পিতা-পুত্রের সীমানার ওপারে
হে পিতা, তুমি বাবা হও
তুমি আমার দাদি নও।

হে মামী, তুমি মা হও
তুমি আমার মা, মামী নও।
তুমি ধরেছো আমাকে উদরে
শত কষ্ট শত যাতনা

তিলে তিলে সয়েছো
অনেক বেদনা
লালনে পালনে।

আজ নিষ্ঠুর ওরা
ঠেলে দিতে চায় আমাকে
তোমার থেকে অনেক দূরে
মিটাতে চায় আমার ধরাকে
জননী আমার মাকে
হে মা, তুমি মামী নও
তুমি আমার মা হও
মা হয়েই থেকে যাও
আমার ভুবনে।

হে আমার প্রিয় দেশ
হে আমার জাতি
তুলে ধরো আজ নিজ পরিচয়
উঁচু করো ঝাণ্ডা
ভেঙ্গে দাও জিঞ্জির
দূর হোক শিকল
মানসিক গোলামির
দাঁড়াও বিশ্বে উন্নত শির
তোমারই থাকুক তোমার ভাষা
মন মনন সংস্কৃতি
হে আমার কৃষ্টি
নন্দিত তুমি নিন্দিত নও
তবু আজ কিসের ভয়ে
পর রঙ্গে রঞ্জিত হও।

হে আমার জাতি
তুমি তুমিই হও
তুমি প্রাচ্য নও
প্রতীচ্য নও
ডান নও

বাম নও
তুমি তুমিই
শুধুই তুমি।

তুমি অন্য কিছু নও
হে ফেব্রুয়ারি আজ তাই
ফাল্গুন হও।

# স্বাধীনতা

স্বাধীনতা তুমি মুক্তি বাহিনীর হুংকার
তুমি জিঞ্জির আর পিঞ্জির ভাঙ্গার ঝংকার
তুমি উর্মির নাচন উত্থাল
তুমি শোষক নিধনের দজ্জাল
তুমি হুংকার তুমি ঝংকার
তুমি আমার অহংকার ।

স্বাধীনতা তোমারি পরশে
মন যেনো সাজতে চায় সাজাতে চায়
গগনে হিয়া উড়তে চায় উড়াতে চায়
ময়ূর ময়ূরী নাচতে চায় নাচাতে চায়
দরিয়ার মাছ হাসতে চায় ভাসতে চায়
পাখিরা ডিগবাজী আর ঘুরতে চায়
স্বাধীনতা তোমার পরশে
জানিনা মন কি যে চায় ।

স্বাধীনতা তোমারি জন্য
দখিনা হাওয়ায় ঝড় তুলে
পদ্মা মেঘনা যমুনায় নৌকা চলে
মাঝি মাল্লা শত ক্লান্তি ভুলে
ভেসে চলে রঙ্গীন পাল তুলে
তোমারি ছোঁয়ায় সাজে ময়ূরপঙ্খী সাম্পান
পেয়েছি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সন্ধান ।

স্বাধীনতা তোমারি ফলে
পাখি ওড়ে কোকিল ডাকে
ময়ূর নাচে বনের মোড়ে গাঁয়ের বাঁকে
বাগানের কোনায় কোনায় লাল নীল ফুল সাজে
মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে সবুজ নাচে
গাছে গাছে রসে ভরা ফল আসে

মনের সুখে বাংলা গায়ের কৃষক হাসে
মধুর ঘ্রাণে বাতাসে বাতাসে হৃদয় ভাসে।
স্বাধীনতা তোমার উষ্ণ স্পর্শে
রোমাঞ্চ লাগে
মধুর রাগে
যেনো বাসর রাতের ফুল শয্যায়
নববধূর শরমিত লজ্জায়
কামনা বাসনার হৃদয় দোলন
মধুচন্দ্রিমার চুম্বন।

# বিকানের মহারাণী

তোমার মধুর পরশ পেয়েছি মহারাণী
আজ তোমার ফুলশয্যায় । কেন টানছো আকর্ষণে
কোমল বুকের সুধায় নিটোল বাহুর আলিঙ্গনে
কেনো এতো ক্ষুধা এতো তৃষ্ণা দেহের অঙ্গে অঙ্গে
পৌরুষের স্পর্শ পেতে যৌবনের পরতে পরতে
তোমার কায়া ছায়া তোমার বিদেহী আত্মা
বলছে সব কথা ফিসফিসিয়ে
গুঞ্জরিত ছন্দে ঝংকার দিয়ে
কানে কানে
বাতায়নে ।

নব ফুটন্ত ফুলে ফুলে মুখর যেনানা
আছে মালি সুগন্ধী উর্বর মাটি ফুল ফুলকুঁড়ি
এক মহাভ্রমরের কামনায় মধু আহরণের
এতো ফুল এতো রস এতো সুধা
এতো মধু এতো যৌবন ঝরে
নেই কেউ ভোগ করবার
প্রাণ ভরে ।

বহু যত্নে রেখেছে যেনো না লাগে কখনো
কোন কামনার পরশ তোমার মধুর অঙ্গে
পড়ে না কোন ক্ষুধার্ত ভ্রমরের আঁচড়
তৃষ্ণার সুড়ং পথে । মহারাজার স্বতন্ত্র স্থান
আছে জানালা বেলকোনি মহা দরবার
নাট্যমঞ্চে নর্তকী আর গায়িকার ঝংকার
নেই অনুমতি সেথা মহারাণীর কিংবা অন্য কারো
হেরেম রাজ্যে রাজা একাকী
আছে নৃত্য পটিয়সী ।

বিকানের মহারাণী বন্দী তুমি স্বর্ণের কুঠরীতে

সোনার খাঁচায় সোনার শিকলে
নেই জানালা বেলকোনি নেই স্থান বিশাল ধরণীতে
আছে সরু ছিদ্র আধা ইঞ্চি কুঠরির দেয়ালে
বাইরে তাকিয়ে তৃষ্ণা বাড়াতে
মিটানো নেই কপালে ।

নীরবে রাতের আঁধারে কেনো ডাকলে না
যখন মহা-ভ্রমর ঘুরে অন্য বনে মধু আহরণে
ভেঙ্গে দিতাম বন্দীশালা বন্দী যেনানা
উড়ে যেতো ক্ষুধার ভ্রমর তোমার বাতায়নে
মধু আহরণে । বন্ধুর মতো উড়তে কোলে কোলে
আলিঙ্গনে আলিঙ্গনে জীবনপারে সঙ্গিনী হয়ে
তোমার ভুবনে এনে দিতাম স্বাধীনতা
নব জীবনের মুখরতা ।

ভেঙ্গে যাক বিশ্বের বন্ধন পিঞ্জির
দাঁড়াক ধরায় মানবতা উন্নত শির
ভেদাভেদ নেই যেখানে নর-নারীর ।

# ফিরে চাই অরণ্য

উন্নয়নের বল্গাহীন ঘোড়া চলে উদ্ভ্রান্তের মতো
বহুজাতিক বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান যতো
করে চলে "মাস্ প্রডাক্শন"
অনিবার্য ফসল তার "মাস্ ডেস্ট্রাক্শন"
ক্যামিক্যাল বর্জ্য বিষিয়ে তুলেছে এই প্যানেট বিশ্ব
ভেঙ্গে যায় ওজোন স্তর, করে জীবনহীন নিঃস্ব ।

উন্নয়নের উম্মাদ যাত্রা ছুঁয়ে যায় গিরিশৃঙ্গের চূড়ান্ত শিখর
পরের ধাপ খাড়া ঢাল, নীচে উত্তাল সমুদ্রে কুমির হাঙ্গর
ব্যাকুল হয়ে ঘুরে খাদ্যের সন্ধানে, এক ধাপ উন্নতির পরে
পা বাড়ায় পরের ধাপে, আর ছিটকে পড়ে হাঙ্গরের উদরে
"ডেভেলপড্ টু ডেথ্", উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে মৃত্যুর দুয়ারে
পৌঁছে যায় নিমেষে
তৃতীয় বিশ্বের নিঃস্বরাও বাঁচতে পারে না
বিষাক্ত পরিবেশ দূষণে ।

ধেয়ে আসে ক্ষুধার্ত উম্মাদ হায়েনা সিডর
ঝরে যায় প্রাণ লুটে নেয় জনপদ চরাচর
খরা উষ্ণতার দাবদাহে চৌচির মাঠ
ফসল পুড়ে ছারখার
পানি নেই খাবার নেই
চারদিকে হাহাকার ।

গ্রিন হাউস্ ইফেক্টে প্রকৃতির বৈরী আচরণ
চলে জলেস্থলে প্রেতাত্মার নর্তন কুর্দন
ভূমিকম্প ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাস
চলে ধরণীতে ধ্বংসের উল্লাস ।

ধনাঢ্য পরাশক্তির পৃথ্বি ধর্ষণ
দূষণ বিষণ পাংশন

বাঁচাতে প্রাণ প্রাণী
জল জীবন ধরণী
সবল দুর্বল নগন্য
ফিরে চাই অরণ্য ।

# স্বপ্ন

আমি স্বপ্ন দেখি দেখাই
স্বপ্নের স্বপ্ন শুনি শুনাই
কর্ণে কর্ণে অহরহ
স্বপনে স্বপ্ন-গ্রহে
ঘুরি
উড়ি
ফিরি
পৃথিবীর আনাচে কানাচে
সৌরজগতের এপারে ওপারে
যেখানে স্বপ্নলোকের ময়ূর নাচে
স্বপ্নোত্থিত
স্বপ্নোদিত
স্বপ্নিল প্রান্তের ওপাশে
স্বপ্নাভ খোয়াব
স্বপ্নরেশ
এই দেশ বাংলাদেশ।

ক্ষুধা
চাইনা
ধনাঢ্যতার ডাস্টবিন
চতুষ্পদের সাথে দ্বিপদের
অন্নান্বেষণ
মানি না
টিপসহি পিছনে রাখি
বই কলম লেখালেখি
ঘরে ঘরে জনে জনে
মনে মনে
লাইব্রেরি প্রতি ঘর
মাঠঘাট তেপান্তর
বালুচর

যুবতীর বেশে জিবুতি
মিসর, ব্রাজিল, তুর্কি
মরক্কো, পেরু, সুদান
জামাইকা, রুমানিয়া, জর্ডান
মধ্য আয়ের স্বপ্নলোক
দৈবাদেশ
আমাদের বাংলাদেশ।

উন্নয়ন বেলুন উড়ে যাবে নিত্য
শূন্যাকাশ যার ঠিকানা
সীমানা ছাড়িয়ে আরো উপরে
আরো উপরে
হবে না কো মৃত্যু
মাঝপথে
ইউরোপ, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র
জাতীয় আয়ের লক্ষ্য
লক্ষ্য হবে না ভ্রষ্ট
সুখ-স্বপ্ন .....!
দুঃস্বপ্ন.....!
"সু" বা "দু" ঝড়ে
রয়ে যাবে স্বপ্নাদেশ
মনের গভীরে ঐশাদেশ
আমাদের বাংলাদেশ।

কিন্তু
প্রাচুর্যের মোহে দ্বিপদ হবে না
চতুষ্পদ
অবাঞ্ছিত অনাকাঙ্ক্ষিত
স্বপ্নবধ।

আজ আমাদের স্বপ্ন
কোন এক উন্নত দেশ
আমরা কাটাবো সেই রেশ

বরং একদিন
বাংলাদেশই হবে বিশ্বের স্বপ্ন
প্রত্যয় প্রচেষ্টা যত্ন
কামনার সেই দিন
স্বপ্নিল রঙিন।

# রমণী

জননী
রমণে রমণে তুমি আজ
রমণী
জনপথে পদদলিত
সহযাত্রায় অবহেলিত
পৌরুষের যাতাকলে প্রবাহিত
স্রোতস্বিনী
দিবস রজনী ।

অর্ধাঙ্গিনী
রঙ্গে রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে
তুমি আজ রঙ্গিনী
বিপণনে তুমি বিজ্ঞাপন
প্রবৃত্তির কামনায় প্রজ্ঞাপন
কোমল দোলন-দেহে সঞ্চালন
কামনার কারাগারে বন্দিনী
তিমির ধরণী ।

সহচরিনী
জগতের ইতিহাসে তুমি
মর্ম যাতনার কুরবাণি
গ্রিক ইতিহাসে তুমি
বিশৃঙ্খল ভাঙ্গন
চীনা ইতিহাসে
দুখের প্রস্রবণ
ভারতীয় ইতিহাসে
জ্বলন্ত চিতায় সহমরণ
খৃষ্ট-ইহুদিবাদে পাপের উৎস
মূল্যবোধের মূলোৎপাটন
পুরুষায়িত রোমান
Council of Wise এর সমাধান
Woman has no soul
তারা এতোই ধীমান

তুমি রমণী
পঙ্কিল ধমনী ।

জন্মদুখিনী
মা জননী প্রজয়িনী
মহাক্লেশে গর্ভধারিণী
বক্ষে মধুময় ফল্গুধারা
ত্যাগে যতনে আপনহারা
স্নেহাবেশে বাঁধনহারা
পদতলে ফলন্ত উদ্যান
ফুটন্ত কুঞ্জবন তুমি নারী
তুমি মা
তুমি জননী
পদতলে যার জান্নাত
সদা মায়াবিনী
আদরিনী
চির নন্দিনী ।

# দু টাকার স্বপ্ন

বড়ই নিষ্পাপ দুটো চোখ ছোট্ট ছেলেটির
কেটে যায় দিন, খুঁড়ে খুঁড়ে
ডাস্টবিনের আবর্জনা। বেড়ায় খোঁজে
আইটা করা ভাতের উচ্ছিষ্ট।
খোঁচা দিলে বর্জ্যে এপাশের
দৌড়ে আসে ক্ষুধার্ত কুকুর ওপাশে
খাদ্যের লোভে। ছুটে যায় সে অন্যদিকে
কুকুর ভয়ে। পিছু নেয় নাছোড়বান্দা কুকুর
কিছু পাওয়ার আশায়।
ভাগাভাগি হয়ে যায়
দুটো প্রাণীতে ভাইয়ালীর মতো, যা-ই সে পায়।
ছিনিয়ে নেওয়ার প্রতিযোগিতায় দুজনের দিন
কাটে প্রতিদিন।

শুধালাম সেদিন ওকে ডেকে
এভাবে দিন যায়, বড় হওয়ার স্বপ্ন তোর
নেই কি মোটেই? বললো, স্বপ্ন কি স্যার?
আর মিনতি করলো সে দুটো টাকার ।
দুটো টাকা পেয়ে
খুশীতে টগবগিয়ে
দৌড়ে গেলো পাশের দোকানে।
বললো দোকানীকে আকুতি ভরে
'আমাকে দু টাকার স্বপ্ন দাও না ভাই!
আমি যে বড় হতে চাই।'

# শৈল্পিক ভূষণ

শৈল্পিক মাধুর্যে ঝরে পরে রমনীর ভূষণ
দীঘল কমণীয় পায়ের ঘুলে যায় আবরণ
বিবস্ত্র উদরের উন্মুক্ত আকর্ষণ
উন্নত গিরিদ্বয়ের উম্মত্ত মৌ মৌ আবেদন
শৈল্পিক মিনি ভূষণে বাসনার এই যৌবন
তৃষিত নর যৌবনে আনে আলোড়ন
যেনো তৃষিত ক্ষুধার্ত বুভুক্ষুর বরণীয়
পরিবেশিত রসালো খাবার মধু পানীয় ।

নারীর প্রতি নরের এ কি অবিচার
অশৈল্পিক ভূষণে প্রয়াস দেহ ঢাকিবার
ফুলপেন্ট ফুল-শার্ট আর টাইয়ের পিছে
লুকিয়ে রাখে গোটা দেহ, যৌবন রয় নিচে
নারীশিল্পে যেখানে উন্নত গিরিদ্বয় দুলে ভারে
নর সেখানে একক অঙ্গও দেখায় না রে ।
নর ভূষণে যেখানে কমতি নেই, আছে উদারতা
নারী ভূষণে কেনো এতো কৃপনতা!
এখানে শিল্প সেখানে শিল্পহীনতা
এখানে মধুবন সেখানে মধুহীনতা ।
নর নারীর মাঝে এই অবিচার
সাজে না
সাজে না আর ।

# হৃদয়ে চিরদিন

ঘন কালো মেঘে ঢাকা গগন
অঝোর ধারার করুণ ক্রন্দন
ভেঙ্গে পড়া আকাশ
উল্কা বেগে দুরন্ত টর্নেডো বাতাস
জাহান্নামের বহ্নিতে জ্বলে দেহমন
যেনো সন্তান হারা মায়ের রোদন
কান্নাগুলো কেঁদে মরে
প্রতিটি বঞ্চিত নির্যাতিত উৎপীড়িতের ঘরে
মহা বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
তুমি কেন এতো শান্ত?

শৃংঙ্খলিত আজ মানবতা
বিজয়ী হায়েনা বিজিত মানবতা
ধূলুণ্ঠিত মানবাধিকার
নেই অধিকার
কথা বলিবার
নিরস্ত্র ধরণী
বিবস্ত্র জননী
দুর্বল মানব সমাজ ব্যক্তি
হুংকারে পরাশক্তি
কোথায় আজ সেই
শিকল পরা ছল
শিকল পরেই শিকল ওদের
করবে কে বিকল?

তুম হো হামারা লেটো বেটা
বাংলা কা দামাল বেটা
দামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই
সাচ্-মাচ্ তুনে কামাল কিয়া ভাই
তোমার শিকল পরা ঝংকারে
রয়েল বেঙ্গল হুংকারে

পাততাড়ি গুটায় ব্রিটিশ হায়েনা
দৌড়ে পালায় পাঞ্জাবি সেনা
আজ আমরা স্বাধীন
হবো না আর পরাধীন
আজ তোমার রণসঙ্গীতের বন্দনা গাই
সাচ্-মাচ্ তুনে কামাল কিয়া ভাই।

চিরজাগ্রত !
জাগো জাগো
জাগরণী বীণায় ডাকো
বিদ্রোহী আত্মা চিরজীবন্ত
সেই পরশে হয়ে উঠুক প্রাণবন্ত
অগণিত দীনহীন
উন্নত শির ক্লান্তিবিহীন
বিদ্রোহী তুমি এসো ফিরে
মানবতার তীরে
জনতার ভিড়ে।

তুমি ছিলে
আছো
থাকো
হৃদয়ে চিরদিন
অমলিন।

(জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিবেদিত)

# রক্ত

রক্ত রক্ত রক্ত
দুনিয়া রক্তেরই ভক্ত
রক্তেই লেখা
মানবতার মুক্তি
শোষকের পতন
স্বপ্নের সৃষ্টি ।

হাবিলের অধিকার হরণের উন্মত্ত নেশায়
রক্তে রঞ্জিত কাবিলের হাত
হাবিলের রক্ত ধারায়
মানব হত্যার সেই সূচনায়
অধিকার হরণের হাতিয়ার রক্ত
হায়েনারা সদা রক্তেরই ভক্ত ।

শিকাগোর রক্তের বৃষ্টি
পহেলা মে'র সৃষ্টি
আট ঘন্টা শ্রমের শত মিনতি
দাবাতে চায় বুর্জোয়া শিল্পপতি
চলে গুলি ঝরে রক্ত
শ্লোগানের ধ্বনি হয় আরো শক্ত
রক্ত দিয়ে ছিনিয়ে আনা সেই অধিকার
কভু নয় ভুলিবার ।

ওরা কেড়ে নিতে চায় মায়ের ভাষা
গুলি চলে রক্ত ঝরে সর্বনাশা
লুটে পড়ে তাজা প্রাণ নিমিষে
সৃষ্টি হয় ফাল্গুন আর একুশে
বায়ান্নের সেই রক্ত
ফুটে লাল ফুলে
বাংলার ডালে ডালে
প্রতি ফাল্গুনে ।

একটা পতাকার কামনা ধরে
সংগ্রাম চলে প্রতিটি ঘরে
একাত্তরের প্রতিটি ক্ষণে
ঝরে পড়ে প্রাণ
লুণ্ঠিত হয় কতো না মান সম্মান
রক্ত রক্ত রক্ত
এ জগত তারই ভক্ত
সেই পথে এই স্বাধীনতা
রক্ত বিনা শুধুই অধীনতা।

হে ফিলিস্তিন হে মিন্দানাও
ওরা আজি রক্ত চায় রক্ত দাও
হে বিশ্ব হে মানবতা
কতো আর ঘুমাবে তুমি
কতো আর নিরবতা
রক্ত দিয়ে রক্ত নাও
রক্ত নাও আর রক্ত দাও
ছিনিয়ে আনো মানবতার স্বাধীনতা।

ওরা শুধু রক্ত চায়
যদি কিছু পেতে চাও
রক্ত দাও
যদি বাঁচতে চাও
রক্ত দাও
রক্ত নাও আর রক্ত দাও।

আজ এখানে শান্তি চাই
সত্য চাই
যদিও হতে হয় শক্ত
দিতে হয় রক্ত।

# রবি চিরন্তন

রক্তিম আভায় উঁকি মারে রবি
পূর্বাকাশে ভেসে ওঠে রক্তিম ছবি
বিচ্ছুরিত হয় রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধরণীর
রবিরশ্মির ঝিলিমিলি গঙ্গার তীর
তরঙ্গ মঞ্চে ছন্দের স্পন্দন
এ যে রবি কবির নর্তন ।

কবি তুমি রবি হয়ে আলোকিত সারাদিন
তোমার পরশে চিরধ্বনিত সুরেলা বীণ
ছলছল জল-কলতানে তোমারি কবিতা বাজে
সুরের ঝংকারে গানের তালে ময়ূর সাজে
সন্ধ্যাকাশে
অস্তাকাশে ।

শ্রাবণে অস্ত আর বৈশাখে উদয়
সুরে গানে ছন্দে ছুয়ে যায় হৃদয়
অস্ত যায় আবার ঘুরে আসে
কাব্যছন্দে নাচে আর সুর হয়ে ভাসে
রবি ছিল রবি আছে রবি চিরঞ্জীব
চলে যায় ফিরে আসে চিরসজীব
রবিময় এ বিশ্বে রবি তুমি রবিময়
সদা ছিলে সদা থাকো সৃষ্টির বিস্ময় ।

(বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিবেদিত)

# স্বপ্নপুরী সেন্টমার্টিন

ব্লু সী'র শীতল পাটি
স্বচ্ছ পানির নীচে মাটি
মৎস্য সমাজের আনন্দ খেলা
মন মাতানো মেলা
সারা বেলা।

শামুক প্রবাল
রং বেরং কোরাল
শত সহস্র জলজ প্রাণী
নাচানাচি হানাহানি
মহাসমুদ্রের
আনাচে কানাচে
আনন্দে বিহ্বল
বে অব ব্যাংগল।

অথৈ পানি চারদিক
মধ্যখানে দ্বীপ
ট্রলার চলে দিগ্‌বিদিক
মাছ ধরা ছিপ
সৈকতে সৈকতে
জীবন্ত মৎসের ফ্রাই
হেঁটে হেঁটে খাই
নানা রঙ্গের মানব মানবী
প্রাণ তরঙ্গের অনাবিল ছবি।

ছেঁড়া দ্বীপ প্রবাল দ্বীপ
নিরব নিরিবিলি নির্জীব
কৃস্ট্যাল ক্লিয়ার পানি
নেই কোন জঞ্জাল
কৃষ্ণ শৈবাল
রকি সেণ্ডি বীচ

দীঘল ধবল
গাংপায়রা গাংচিল
শিকার প্রয়াসে উড়ে চঞ্চল
বেচইন বেয়ারা দিল ।

পশ্চিম সৈকতে পুশকাটা বুনিয়া
পাথরের বুড়ি জানিয়ে দেয় দুনিয়া
দিগন্তে ডুবন্ত রক্তলাল থালা
পিংক গোলাপী রং এঁকে দেয়
মিশ্র তুলির নিখুঁত আঁচড়ে
রং বেরঙ্গের মন মাতানো মালা
সাজায় রকমারী ফুলের ডালা
গোধূলি লগনে মন চোরা নয়নে ।

অগণিত আগন্তুকের পদচারণে
শত ফ্রেন্ডলী কেফায়েতের
আপ্যায়নে
প্রকৃতির খোলা বাতায়নে
এই নারকেল দ্বীপ
জিঞ্জিরা দ্বীপ
চেনা চেনা অচিন
স্বপ্নপুরী সেন্টমার্টিন ।

# অ আ ক খ

মাতৃগর্ভের হৃদবৃত্তে সন্তরণকালে
ছাদে ভেসে উঠেছিল কিছু অবোধ্য
আঁকঝোক। অ আ ক খ এর মতো
মিটমিটে মুচকি হাসিতে কি বলেছিল ডেকে ওরা
বুঝতে পারিনি। চিরায়িত মধুপথে
লাল গালিচা অভ্যর্থনালগ্নে তাকিয়ে দেখি
ক্লিনিকের ছাদে সেই চেনা আঁকঝোক
জানায় অভিবাদন মৃদু হেসে হেসে। পরে
চলি এক শোভা যাত্রায় ক্ষণিকের
এ নশ্বর আলয়ে।
সে যে মহা আয়োজন আকাশে বাতাসে
জনে জনে মনে মনে। কোটি লাইটের
আলোকসজ্জায় আকাশের চারদিকে
সেই একই আঁকঝোকের
জলন্ত বাহ্বে।

মা আমার মিষ্টি সম্ভাষণে টেনে নেয়
মুখে মুখ রেখে মধুর চুম্বনে। মুখে তাঁর
খৈ ফুটে অ আ ক খ শব্দের বিন্যাসে।
স্কুলে গিয়ে শুনি তারই নাম
মাতৃভাষা। হৃদয়ের স্পন্দনে তার সংগীত বাজে
শিরায় শিরায় তারই স্রোত নাচে
তাকে ছিনিয়ে নেয়া মানে আমার সত্তা
হাইজাক করা। আমি আমার আমাকে
উড়িয়ে দিতে চাই আকাশের সীমানা পেরিয়ে
সবুজ লাল পতাকার
পত পত্ উড্ডয়নে।
পারেনি কেউ বাধা দিতে
আর পারবে না কেউ
কখনো বাধা হতে।

# সতীরাণী

দাঁড়িয়ে আছি তোমাদের চিতার সৌধে
হে ছয় রাণী। দেখেছি প্রাসাদ ফটকে
তোমাদের হাতের রক্তছাপ শেষ বিদায়ের লগনে
রাজার শবদেহ নিয়েছিলে কোলে আদরে যতনে
তোমরা ছয় রাণী স্বামীর চিতায়। জ্বলেছিলে যেখানে
পরম পূজনীয় স্বামীর সঙ্গ কামনায়
রাণী হওয়ার বাসনায়
পুনর্জন্মে নব যমানায়।

আজ সৌধ ছয় রাণীর একত্রে এখানে
ছয়টি পায়ের ছাপ অঙ্কিত যেখানে
কিন্তু স্বতন্ত্র সৌধ রাজার একার
যদিও চিতায় দাহ একই সাথে একত্রে সবার।

হে ছয় রাণী, কথা কও, কও কথা
জানতে চাই কুশল বার্তা
পুনর্জন্ম হয়েছে কি রাজার? তোমাদের?
কোন দেশের রাজা আজ রাজা তোমাদের?
হয়েছো কি রাণী তোমরাও সেখানে?
দেখি না তো কোনো রাজা কোনো প্রাসাদ
নেই রাজা এই রাজস্থানে, গোটা ভারতে।

আমি ঘুরেছি বিশ্ব
যেখানে আছে রাজা এখনো। তোমাদের রাজা
হয়েছে কি রাজা সেই দেশে? তোমরা কি আছো
তারি সাথে? কিন্তু ছয় রাণী কোন রাজার
দেখতে পাই না আর। জীবনের আশায় জীবন দিলে
অকপটে কঠিন অগ্নিদাহে। যদি তা না মিলে
বড় ব্যথা লাগে মনে।

এ রাজত্ব যেনানা
প্রবৃত্তি কামনা অবাঞ্ছিত বাসনা
যাক নিপাত
হোক যবনিকাপাত
এই ভুবনে।

# মুক্তির সংগ্রাম

আবার এক সংগ্রামের ডাক দিয়ে যাই
অতলান্ত সাগরের রক্তিম ঊর্মির দোহাই
সারেং তুমি নোঙ্গর তুলো, উত্থাল ঢেউ
দাঁড় বেয়ে যাও, পেছনে তাকাবে না কেউ
এগিয়ে যাও ঝাপিয়ে পড়ো
হাঙ্গর কুমির জাপটে ধরো
আজ সবার সাথে আঁড়ি
সাগর দেবোই দেবোই পাড়ি ।

দখলদার রাজনৈতিক হায়েনা মেনেছে হার
অক্টোপাসের সহস্র ডানা মেলে
আঁকড়ে ধরতে পারবে না আর
বন্দী করতে পারবে না
সে কথা সবাই জানি
নেই কারো অজানা ।

কিন্তু জানতে চাই আজ বলুন
যে রিক্সাওয়ালা দিলো বুকের তাজা খুন
স্বাধীনতা তাকে দেবে বলেছিল নতুন রিক্সা
দেবে তেল নুন
কেনো স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিলো
তার ভাঙ্গা রিক্সাটিও
মুখের গ্রাস
লোটা, বাটি, হাড়ি, পাতিল
আরো যা কিছু তার ছিলো
কোথায় গেলো
আজ কোথায় গেলো?

আবার স্বাধীনতা সংগ্রাম চাই
রিক্সা চাই, তেল চাই, নুন চাই
তালি দেওয়া একটা লুঙ্গি চাই

বউয়ের জন্য লাল মোটা একটা শাড়ী চাই
ছোট্ট মনির হাতে খেলনা চাই
ছড়ার একটা বই চাই
খাতা চাই কলম চাই
রোগাক্রান্ত মায়ের জন্য ডাক্তার চাই
ঔষধ চাই
রক্ত দিয়ে যা চেয়েছি সেদিন
আজ সবই চাই সবই চাই
আরো বেশি চাই
সে জন্যই আবার সংগ্রাম চাই
নতুন একটা স্বাধীনতা সংগ্রাম চাই ।

মানুষে মানুষে আজ কেন হানাহানি
নিজ ঘরে একে অপরে নেই জানাজানি
আমি খেতে চাই সব, অন্যরা নিপাত যাক
আমার আদর্শ ধরো, অন্য আদর্শ গোল্লায় যাক
আমিই আমি, আর কেউ নেই
আমার আরো চাই, খাই আরো খাই
আমিত্বের জয় হোক
অন্যরা সব কলেরায় মরুক
কেন নেই পরমত সহিষ্ণুতা?
কেন নেই সহাবস্থান?
কেন নেই ভ্রাতৃত্ব সহৃদয়তা?
তা থেকে আজ মুক্তি চাই
তাই তো আবার স্বাধীনতা সংগ্রাম চাই ।

ক্ষমতায় আছি যখন
বিরোধী দলের সবকিছুতে "না বলো"
বিরোধী দলে আছি যখন
সরকারের সবকিছুতে "না বলো"
দলের কথায় "হ্যাঁ বলো"
অন্যের কথায় "না বলো"
কেউ কারো কথায় কান দিও না
এটাই তো পুরো মাত্রার স্বাধীনতা

পূর্ণ এই স্বাধীনতা টিকে থাক
দেশ জাতি মানুষ
জাহান্নামে যাক
স্বাধীনতার এ সংজ্ঞায়নের সমাপ্তি চাই
তাই আরেকটি মুক্তির সংগ্রাম চাই।

# ঈদ শপিং

শপিং মলগুলোতে বসেছে ঈদের মেলা
জামদানী কাতান শিফনের শাড়ী
হাতাকাটা বাউজ আছে সারি সারি
মডেলের পিরামিড-বুকে চুম্বন আঁকা
সংকুচিত কামিজ থরে থরে রাখা
ঝুলে আছে ছোটমনিদের ড্রেস
সারি সারি ভাজে ভাজে
রকমারি সাজে ।

তারকার ঝিলিমিলি
যেনো কাননে কাননে ফুলের সমারোহে
ঈদ শপিং চলে মহা আয়োজনে
চলেছে খদ্দেরের সাজ প্রদর্শনী
প্রয়োজনে বিনা প্রয়োজনে ।

শৈশব-বাল্য-তারুণ্যের ভিড়ে
ঝলমল জনারণ্যের তীরে
দাঁড়িয়ে এক বেরসিক কঙ্কাল শিশু
হাত পেতে আকুতি জানায়
"বড় জ্বালা পেটে
একটা টাকা দাও না, মা!
দুটো ভাত খেতে দাও না, মা!"

# শহীদ মিনার

শহীদ মিনার মানে
আকাশ ছোঁয়া রডে বন্দুকের নল
যার গুলিতে নামে রক্তের ঢল
শকুনের ছোবল নিধনে।

শহীদ মিনার মানে
রক্তিম গোলকের সবুজ পতাকা
আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরিত শিখা
জ্বলে যেখানে।

শহীদ মিনার মানে
জ্বলন্ত অগ্নির লেলিহান সূর্য
হায়েনা হত্যার রণতূর্য
শত্রুর শ্মশানে।

শহীদ মিনার মানে
শহীদের রক্তে রাঙ্গা উদ্যান
গগণ চুড়ায় বাংলার সম্মান
শান্তি সুখের জাতি বিনির্মাণ
মহামহিমের টানে।

# স্বাধীনতা উদযাপন

স্বাধীনতা
ও স্বাধীনতা
তুমি কি শুধুই আনুষ্ঠানিকতা?
মহা সমারোহে দিবস উদ্‌যাপন
আলোক সজ্জায় ঝিলিমিলি সারাক্ষণ
কবিতা পাঠের গুণগুনানি
নৃত্য তালের ঝনঝনানি
গগন ফাটানো শ্লোগান বক্তৃতা
তুমিই কি স্বাধীনতা?

স্বাধীনতা
ও স্বাধীনতা
তুমি কি রিকশায় বসা নারীর
ভ্যানিটি ব্যাগ ছিনতাই
ক্ষুধার্ত জনতার আর্ত মিছিলে
গাড়ী কোট নেকটাই
কোটি জনতার কেড়ে নেওয়া গ্রাস
লুটেরার রিভলবার সন্ত্রাস
হত্যা জোচ্চুরি কপটতা
তুমি নও স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা
ও স্বাধীনতা
তুমি কি লাল সবুজের
পত্‌পতে উড্ডীন পতাকা
কামনার কল্পনার স্বপ্নপুরী
সবুজ কোমল বনলতা
পুঁটি মাছের শুটকি
ডাল-ভাত রুটি
আম জাম ঝিঙ্গে
করলা বরবটি

জ্বরের নাপা আর
ডায়রিয়ার স্যালাইন
শ্রান্ত দিবস অবসানে
মাথা গুঁজবার স্থান
আঁধার রাতে নির্জনে হাঁটিবার
সহাবস্থানে স্বাধীন চিন্তার অধিকার
নির্ভয়ে নিদ্রার নির্জন নিরবতা
আর প্রজ্ঞাময় মুক্ত বুদ্ধির গণস্বাক্ষরতা
হ্যাঁ তুমিই স্বাধীনতা।

# নারী

এই সেই মহিয়সী নারী
যার অঙ্গে অঙ্গে নাচে যৌবন
যার বক্র চাহনি কেড়ে নেয় প্রাণ
চলনে যার কোমর দুলে দেহ নাচে
বচনে যার বীণার তানে প্রেম বাজে
ভিতরে বাইরে পরতে পরতে কামনার হাতছানি
উপরে নীচে প্রবাহমান মধুময় স্রোতস্বিনী
প্রতি অঙ্গ প্রতি ভঙ্গি ইঙ্গিতে কথা কয়
অদম্য বাসনার মূর্তিমান কায়া সদা প্রেমময়
সুধাভরা মধুবন মৌ মৌ বনফুল
যেথা উড়ে মৌমাছি গাহে বুলবুল ।

এই সেই অভাগা নারী
বিলিয়ে দেয় দেহমন মিটাতে কামনা
উন্মত্ত তৃষ্ণা আর নির্মম বাসনা
ভোগের কমনীয় পণ্য হিসেবে । তবু হায়
সীমাহীন কামনা অতৃপ্ত রয়ে যায় ।

এ কি নিষ্ঠুর আচরণ
দুর্বলের উপর চলে সবল গোত্রের নির্দয় আক্রমণ
সম্পদ নয়, রমণী হরণের কামনায়
ছিনিয়ে নেয় বিজিতের কুমারী যুবা মধুময় নারী
বসায় রমণী রমণের মহোৎসব মহা সমারোহে
লুণ্ঠিতা ভোগের যৌথ আসরে । এ নিষ্ঠুরতায়
ভারাক্রান্ত হৃদয় সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী
ভাবে: "নারী জন্মই লজ্জা" এ ধরায়
কন্যা সন্তানে তাই কবরে পুতে দেয় জীবন্ত
এ চরম নিষ্ঠুরতা নির্মমতা নৃশংসতা
আঁধার যুগে ।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্র হতো মা'র অধিকারী
যেমন হতো পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী
পেতো মাকে ভোগের আইনী সামাজিক অধিকার

কামনা তৃপ্তির উপকরণ হিসেবে
পশুত্বেও আচরণ মেনে যায় হার
ষষ্ঠ শতাব্দীর এই আরব সমাচার।

"নারীই পাপের উৎস"
"নারী জন্মই নির্ঘাত পাপ" কারো বিশ্বাসে
"হাওয়া" প্ররোচিত করে আদমে নিষিদ্ধ ফল খেতে
এই কারণে।
স্ত্রীর বাঁচার অধিকার নেই কারো মতে
স্বামীর মৃত্যু হলে। স্বামীর চিতায় স্ত্রী জীবন্ত জ্বলে
তবে স্ত্রীর সাথে স্বামী যাবে না সহমরণে
এটাই নীতি এটাই মানবতা
নয় কঠোরতা।

কারো মতে নারী অস্পৃশ্য, স্পর্শ করা তাই সিদ্ধ নয়
যারা ধর্ম পালন করে তাদের। নারী পাপ
পাপে আহ্বানকারী প্রলোভনের ফাঁদ
ধর্ম-কর্মের সাথে নারী মিশ্রণ অপরাধ।
রোমের কাউন্সিল অব দি ওয়াইজের সিদ্ধান্ত
সপ্তদশ শতকে :"নারীর নেই কোন আত্মা"
একটু উন্নীত হয় নারীর মর্যাদা পাশ্চাত্য সভ্যতায়
পরের শতাব্দীতে। এজেন্ডা : নারী মানুষ কিনা
কনফারেন্সে হয় সিদ্ধান্ত তখন, নারী মানুষ বটে
তবে তার সৃষ্টির লক্ষ্যই দাসত্ব পুরুষের
নারী হলো "নেসেসারী এভিল"
"অনিবার্য আপদ"।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারীর এই অবস্থান এই ইতিহাস
রয়েছে অম্লান। আজ চলে নারী প্রগতির উর্ধ্বশ্বাস
পুরুষ দেহে সাজে মূল্যবান পোষাক
উন্মুক্ত নারী দেহে কামনার রঙ্গীন রূপায়ণ
বিবস্ত্র কমনীয় দেহ প্রদর্শনীর মেলা
কামনার মাংসপিণ্ড মিটায় নরের ভোগ নেশা
যতদিন অম্লান সে দেহ।

মলীনতার স্পর্শ লাগলেই উচ্ছিষ্টের মতো
ছুড়ে মারে ডাস্টবিনে
অবহেলা একাকিত্ব মানসিক যাতনায়
বাকি জীবন কাটে বেদনায় ।

নারী প্রগতি এনেছে স্বাধীনতা দিয়েছে অধিকার
হাটে মাঠে ব্যবসা বাণিজ্যে নরের সাথে নারী
সমান উপার্জন । ঘরে ফিরে কাজের শেষে
নারীই বানায় চা-নাস্তা খাবার । রন্ধন পরিবেশন
ধোয়া-মুছা তারই কাজ । ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়া
সে তো নারীরই কাজ । সেজে গুঁজে নরের মনোরঞ্জন
কামসেবা গর্ভধারণ জন্মদান, শিশুসেবা পরিচর্যা
সে তো নারীরই শোভা পায়
সম অধিকার উপার্জনে, ঘরের কাজে নারী
নর ভোগ-বিলাস সেবা যত্নের অধিকারী
দাসত্বের রূপ বদলায়
প্রগতির লেবাসে ।

ভাগ্যবতী নারী । নিষিদ্ধ ফলের দায় মুক্তি
নর দায়ী নারী দায়ী, নর নারী সমান
দায়ী । উভয়ে ক্ষমা করেছেন দয়ালু মেহেরবান ।
নারী জন্মে লজ্জা নেই, রয়েছে মহা সম্মান
কন্যা বয়ে আনে স্বর্গ, যদি হয় মর্যাদায় লালন ।
নারী জন্মে মহা সম্মান
কন্যা বয়ে আনে স্বর্গ, হয় যদি মর্যাদায় লালন
নারী নয় ভোগের সামগ্রী, নারী পরম সম্মানিত
মাতা, পদতলে যাঁর স্বর্গ অবস্থিত ।

মাতার সম্মান পিতার তিনগুণ
সে-ই শ্রেষ্ঠ নর যে শ্রেষ্ঠ পরিবার ও স্ত্রীর
মাপকাঠিতে । নর ও নারীর সম অধিকার
দাম্পত্য জীবনে । একে অপরের ভূষণ মনিহার
কেউ নয় দাসী, কেউ নয় প্রভু
বড় বা ছোট কর্মে হয়, নর বা নারীত্বে নয় কভু ।

# চশমা

তৈলাক্ত কচুরিপাতায় শিশির বিন্দু
প্রকৃতির উদ্যানের কানায় কানায় প্রস্ফুটিত
পুষ্প । ধানের ক্ষেতে আর সিন্ধুর
জলপ্রবাহে । সবুজ পত্রের পরতে পরতে
প্রিয়ের ডাগর চোখের উষ্ণ আঁসুতে
খচিত অঙ্কিত অজস্র কথন
চলে তার প্রজ্ঞাময় পঠন
অন্তর্দৃষ্টির স্বচ্ছ চশমায় ।

# কবিতা

কবিতা
কে তুমি কবিতা
কোথায় ঘর কোথায় তোমার বাড়ি
অনুভূতিতেই থাকো তুমি
দেখতে না পারি ছুঁতে না পারি
অদৃশ্য অস্পৃশ্য কোমলতা
তুমি কি সেই কবিতা!

ধানের ক্ষেতে সবুজের সমারোহ
মন হারানো প্রেমিকের বিরহ
লুকিয়ে থাকা হৃদয়ের গভীরতা
ব্যাকুল মনের সুপ্ত আকুলতা
তুমি কি সেই কবিতা!

তুমি কি রমণীর দুর্বোধ্য ছলনা
"না" বলে "হ্যাঁ", আর "হ্যাঁ" বলে "না"
এদিকে চোখ ওদিকে দৃষ্টি
ভিতরে বাইরে তেতো ঝাল মিষ্টি
দেহ মন প্রাণের চির সজীবতা
তুমি কি সেই কবিতা!

সুপ্ত প্রতিটি মনের কোঠায়
জীবন রয় স্পন্দিত কবিতায়
এখানে ওখানে যা কিছু গদ্যময়
কবিতার ছন্দে হোক পদ্যময় ।

# প্রতিশ্রুতি

আমি তৃপ্ত
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে
সাহিত্যাকাশে হলে আরো প্রদীপ্ত
চলুক সৃষ্টির এই নৃত্য
বিরতিহীন
চিরদিন।

বাংলার এই দুরন্ত দল
কনে সাজিয়ে করে দিলো বিহ্বল
ঘুমটা পরা বউ উপহার
পুষ্প বর্ষণের
বর বরণের
কনে ধারণের
ফুলেল সমাহার।

বাংলা তুমি ধন্য
ধন্য
ধন্য
তুমি অনন্য।

# চলো আজ বসন্ত সমীরণে

প্রিয়তমা
এসো আজ প্রণয়কুঞ্জে দুজনে
তোমাকে সাজিয়ে নিজ হাতে নির্জনে
মনের মতো করে। এনেছি দুর্লভ মেহেদী পাতা
শিরায় যার বরকতের রক্ত বয়
সে মেহেদীতে তোমার কোমল বুকে আঁকি
দুটি হৃদয়ের ছবি
অজান্তে যতনে-অঙ্কিত হৃদয়দ্বয়
নিমেষে রূপ বদলে হয় মেহেদী লাল ক খ
বরকতের রক্তের মতো।

প্রিয়তমা
অভিসারে চলো আজ বসন্ত সমীরণে
তোমার কৃষ্ণ খোঁপায় এঁটে দেবো দুটো রক্ত গোলাপ
যেখানে বইছে সালাম রফিকের তাজা খুন
রক্ত আঁচল আর রক্তছাপের শুভ্র শাড়ীতে
ঘোমটা দিয়ে বসো আমার সম্মুখে
পলকহীন চোখে দেখবো তোমার মধুর অঙ্গে
রক্তের নাচন
প্রেমার্চন
সারাক্ষণ।

# হৃদয়ে পুলিশ

সুখ চাই
মোরা শান্তি চাই
যেখানে দুর্নীতি নেই
অন্যায় নেই ।

তবু কিছু দুষ্টের
নষ্ট আচরণ
বিষিয়ে তোলে
সমাজ জাতি মন ।

তাই আছে পুলিশ
আইন কারা
কিন্তু কপটতার উৎকর্ষে
বেঁচে যায় তারা ।

ভাগ্যিস দেহে আছে
এক মাংসপিণ্ড
নিয়ন্ত্রণ করে যা
সকল কর্মকাণ্ড ।

যদি তা সুস্থ হয়
সবল হয়
গোটা দেহ মন
নিরোগ রয় ।

কেউ বলে তারে হৃৎপিণ্ড
কেউ হৃদয়
কাঙ্খিত বাঞ্ছিত
তার পরিচয় ।

জবাবদিহি নৈতিকতা
ঢুকাও এ হৃদয়ে
জাতিকে বাঁচাবে
হৃদয়ে পুলিশ হয়ে ।

# ইতি

এক রক্তবন্যার উচ্ছ্বসিত প্রবাহে
ছিনিয়ে আনা রক্ত সূর্য
এই পতাকা এই স্বাধীনতা এই দেশ
অনেক স্বপ্নের এই বাংলাদেশ
কিন্তু আজিও ক্লেশের নেইকো শেষ
তাই চাই নব উদ্যম
চাই মুক্তির সংগ্রাম।

শোষিত শ্রমিকের রক্তশ্রম
বঞ্চিতের লুণ্ঠিত সম্ভ্রম
শুষ্ক রুটি আর ভাতের মাড়ি
অত্যাচারিতের ক্রন্দন আহাজারি
কামনার বেদীতে রমণীর বলিদান
চাই না আর। চাই মুক্তি পরিত্রাণ
চাই রুটি জীবন সম্মান।

"রাজ"-নীতি চাই না আজ
"জন"-নীতি চাই ।
শাসকের শোষণ চাই না
জনসেবার গান গাই।

নৈতিকতার অবক্ষয় পরসংস্কৃতি
প্রবৃত্তি ভোগবাদ উদর-নীতি
বিশ্বজোড়া পরাশক্তির আগ্রাসন
শাসন শোষণ ত্রাসন
দূর হোক
নিপাত যাক।

ভিক্ষার ঝুলি পরনির্ভরতা
নাস্তি নাস্তি
স্বয়ংম্ভরতা স্বনির্ভরতা
আস্তি আস্তি।

আস্তি
নাস্তি
ভীতি
ইতি।

# জাহান্নামের রূপ

জাহান্নাম হয়ে রয়
তোমার স্বর্গীয় সত্তা
এ জান্নাতি ভুবনে।

জন্ম সালেই হারালে মাকে
কৈশোরে বাবাকে
প্রভাত-রশ্মি বদলে যায় যেনো
গোধূলি লগনে।

আস্তাবলে ঘোড়ার রুমমেট
ললাটে খচিত কারার গেট
উপেক্ষিত জীবনে।

কাব্যজগতের ধ্রুবতারা
সাহিত্যের সব্যসাচী
তবু বিস্মৃত সাহিত্যাঙ্গনে।

স্বাগত জানালে জীবনে তাই
"হে সুন্দর জাহান্নাম"
বাস্তবতার নিরিখে।

ওপারের জাহান্নাম আর জান্নাত
সুন্দর কি অসুন্দর
জানাও না লিখে!

(কবি আলাউদ্দিন আল আজাদকে নিবেদিত)

# কক্সবাজার

অতলান্ত সাগরে
সীমাহীন বিছানা
রাশি রাশি জল
উত্তাল চঞ্চল
ক্ষণে ক্ষণে ফুলে ওঠে বক্ষ
অগণিত লক্ষ লক্ষ
ঝাপটে ধরে বুকে বুকে
একে অপরকে
জানা অজানা লোকে লোকে
প্রেমালিঙ্গনে ।

বদনে বদনে আছড়ে পড়ার
জড়িয়ে ধরার
মহাফূর্তির তর্জন
স্বতঃস্ফূর্ত গর্জন
মিলনের মহানন্দ
সুর লহরীর ছন্দ ।

দিগন্তের পরপারে রক্তিম থালা
ডুবছে ধীরে নিরালা
উষ্ণতা বিলাবে বলে
বঙ্গোপসাগরের তলে তলে
কপোত কপোতী
সারি সারি
হিমছড়ি ।

দ্বীপ বদ্বীপ জলাধার
স্পীড বোট পারাপার
উষ্ণ বালি পথ চলি
মৎস্য গলি
কৃষ্ণ বালা

শুভ্র দাঁতে হাসির থালা
সোনাদিয়া
মাধুরিয়া ।

পৃথিবীর দীর্ঘতম সাগর তীরে
অফুরন্ত স্বপ্নের ভীড়ে
স্বচ্ছ নীরে
স্যান্ডী বীচে
সায়র নীচে
সব ভুলে
চোখ খুলে
মনের জানালায়
প্রেমের জলসায়
এ কি মায়া
কার এ ছায়া
অবতার
কক্সবাজার ।

# আইনাধীনতা

আমি আজ মুক্ত
আমি স্বাধীন
আমি মানি না কোন বাধা
কোন নিয়ন্ত্রণ।
আমার হাতে বন্দুক আছে
আমার পিস্তল আছে
আছে হকিস্টিক, আছে লাঠি
আছে অস্ত্র বন্ধু সন্ত্রাসী
আমি করি হাইজাক ছিনতাই লুণ্ঠন
আমি চাই না কোন আইনী বন্ধন।

আমি মানি না বিচার
মানি না সালিশ
আমি চাই না র‍্যাব
চাই না পুলিশ
দেশ সমাজ মানবতা
গোল্লায় যাক
আমি ভরতে চাই উদর
তাই তো সফলতা।

এই কি বন্ধনহীন মুক্তি
উন্মাদ  উশৃঙ্খল যুক্তি
প্রমত্ত স্বৈরিতা
অসহনীয় বৈরিতা
যথেচ্ছাচারের স্বাধীনতা
এ নয় স্বাধীনতা
চলুক আইনাধীনতা।

# আলোর পাখি

বাংলার এই সবুজ কাননে
জন্মেছিল পাখি। গোটা ভুবনে
উড়ে বেড়ায় দুটি ডানা মেলে
কভু বায়ে কভু ডানে
কভু প্রাচ্যে কভু প্রতীচ্যে
এখানে ওখানে, কাব্য গগণে
যেনো রূপ বদলায় রঙ্গে রঙ্গে
অঙ্গে অঙ্গে নানা ঢঙ্গে।

অবশেষে ভালোবেসে
বাসা বাঁধে বৃক্ষ শাখায়
নাড়ির টানে। কুরআন-হাদিস প্রকাশে
সনেটে সনেটে। ফুল হয়ে ফোটে
ফল হয়ে পাকে, শাখায় শাখায়
উপচে পড়ে রস কানায় কানায়
উদয়ের আলোকিত প্রভা
স্তিমিত হয়নি অস্তেও যা।

# সন্ত্রাসী

ইঁদুর ও নরে মিল আছে
উভয়ে গর্ত চায়
তাতে ঢুকে পড়ে যখন
মনের মতো গর্ত পায়
বাদুড় ও নারীতে আছে মিল
উভয়ে চায় কলা
যখনি পায় গিলতে চায় আস্ত
যায় না ভুলা।

কিন্তু মিল নেই
সন্ত্রাসী ও মানুষে
এটা মাংস চায়
রক্ত চায়
খুন চায়
হায়েনার ক্ষুধা
আর তৃষ্ণায়।
ওটা চায় রক্ষা করতে
রক্ত বাঁচাতে
বাঁচায় রক্ত
দিয়ে রক্ত।

ভাবে
একটা খুন মানে
হত্যা সমগ্র মানবতা
বাঁচানো একটা প্রাণ
বাঁচানো গোটা মানবতা।

হায়েনা আর মানুষের
বৈসাদৃশ্য চিরন্তন
সার্থক হয় চতুষ্পদ জানোয়ার
আর দ্বিপদ মনুষ্য নাম

দৈহিক অবকাঠামোর সাথে
চরিত্রের সামঞ্জস্য
রয়ে যায় পূর্ণাঙ্গ ।

দেহের বৈষম্য
চরিত্রে ঐক্য
মানুষ ও সন্ত্রাসী
বিপরীত চরিত্র
সাদৃশ্য দৈহিক অবকাঠামোতে
বৈসাদৃশ্য চরিত্রে ।

ইঁদুর ও নর মিলেনা দেহে
মিলে যায় কামনায়
সন্ত্রাসী ও মানুষ
মিল আছে দেহে
মিলেনা গুণে ।

বৈসাদৃশ্যে সাদৃশ্য
সাদৃশ্যে বৈসাদৃশ্য
এক আজব খেলা
আজব লীলা ।

# চলে এসো এই কিনারায়

বসন্তের এক প্রাতঃসমীরণে
উদয় হয়েছিল কামনার এক অনুভূতি
এই মনে। পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয়ের লালিমায়
হৃদয়ের রক্তপ্রবাহের শিরায় শিরায়।
কামনাভূতির সে রক্তস্রোত
বয়ে যায় আজো গোধূলি লগনে
হৃদয়ে সযত্ন লালনে।

হৃদয়ে থেমে গেলে সে রক্তস্রোত
দেহ নিথর নিঃসাড় ভূত।
প্রবাহ, তুমি বহো আমার হৃদয় শিরায়
চলে এসো এই কিনারায়।

# নালিশ

খাইনি তেমন কিছু
রয়ে গেলাম অনেক পিছু
খেয়েছি কেবল
কে-এফ-সি বার্গার
বার্বিকিউ প্রণ লব্‌স্টার
ইটালিয়ান পিজ্জা জাপানিজ শুশি
তাতে মাত্র একটু খানি খুশি।

ক্লিয়ার স্যুপ থাই স্যুপ
ফ্রগ ল্যাগ কর্ণ স্যুপ
ক্র্যাব টময়াম পিজ্জা
নাসি গোরেং লাজ্জানিয়া
পোলাও কোরমা ফিরনি
টক ঝাল আর শিরনি।

আর খেয়েছি পদ্মার ইলিশ
এই যা
আর কিছু না
সত্যি দুনিয়ার
কিছুই পাওয়া হলো না
খাওয়া হলো না
এটাই নালিশ।

# চট্টলার জুদার পাড়া

চলার পথে ছড়ানো
উত্তপ্ত রোদ্দুরে বিছানো
শীতল ছায়া
মায়াবী মায়ের মায়া
অথবা
মাঘের শৈত্যপ্রবাহে
তারি উষ্ণতার মোহে
হৃদয় ছুঁয়ে যায়
উষ্ণ আতিথেয়তায়
বেলালের উন্নত গ্রীবা
মানবতার সেবা
শত সহস্র
বাঙ্গালি বোন মাতা
হৃদয়াশ্রয়ের ছাতা
প্রণয় তীর
শান্তির নীড়
অনুরাগের ফল্গুধারা
চট্টলার জুদার পাড়া।

# নিমকহারাম

কতো যত্ন পেয়েছো
দেহের প্রতিটি অঙ্গ
বিধৌত সাবান দিয়ে
শ্যাম্পু লাগিয়ে
ক্রিম মাখিয়ে
মিটেছে সুপ্ত কামনা
উন্মত্ত বাসনা।

কিন্তু হায়
সাক্ষ্য দিয়ে যায়
প্রতিটি অঙ্গ
তারি বিপক্ষে
আদালত কক্ষে।

নিমকহারাম
হয়েছো এতো
আদর যত্ন
হয়েছো বিস্মৃত!

মুখ খুলে যায় অঙ্গের
যার জন্য আছি তোমার দেহে
তা ছেড়ে কেন মত্ত
অন্য কিছুর মোহে
লাগাওনি আমাকে সেই কাজে
যে কাজে সত্য ঘন্টা বাজে।

লাগিয়েছো বরং
নিত্যদিন
অকাজে
কুকাজে
মরি লাজে

নিমকহারামি করেছো তুমি
দেহের
অঙ্গের ।

বিবেকে তাই
দোষ নাই
ওয়াদা ভঙ্গের
নিমকহারামির ।

# ক্ষুদ্র উপহার

আমি লাগিয়েছি একটি চারা
শাখা প্রশাখায় প্রসারিত ধরা
ঘ্রাণে মাতানো ফুল আর মধু ভরা ফল
তারে ঘিরে জেগে ওঠা ফলফুল শতদল
স্নিগ্ধতায় ভরে যাবে কানায় কানায়
লাগিয়েছি  চারা এই কামনায়
উঁকি দিয়েছিল এই বাসনা
মনের জানালায় ।

সে চারাগাছ আজ ফুলন্ত ফলন্ত
রসে ভরা বৃক্ষ দাঁড়িয়ে জীবন্ত
অনেক বাসনায় এই ক্ষুদ্র উপহার
তুলে দিতে চাই তোমাদের হাতে
এ সুপ্রভাতে
বাংলা তোমাকে বাংলার হাতে ।

# চলুক!!!

ইস্রাফিলের বজ্র কণ্ঠে
শুনেছি এক বিকট আহ্বান
"চলুক!!!"
"বাঙ্গালি জেগে উঠুক!"
আকাশে বাতাসে বাজে
সাজে আর বাজে
ইস্রাফিলের বজ্র কণ্ঠে ।

রক্তগঙ্গার সাম্পানে বসে
পাঁজরের হাড্ডি খিঁচিয়ে
দাঁড় টানে নেংটি পরা
দুরন্ত বানের মাঝি
এ যে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার বাজি ।

সাম্পানের পেছনে ধাক্কা মারে কেউ
ভেসে আসে আবার সেই বজ্রাহ্বান
সেই ইস্রাফিল কণ্ঠে
"চলুক!!!"
এ যেনো একই সুর একই ধ্বনি
সেই আহ্বান সেই "চলুক!!!"

অভিনব ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করেছি
রক্তগঙ্গার সাম্পানের দুলায়িত কায়া
ঢেউয়ে ভেসে ওঠা সেই ছায়া
সেই বজ্রকঠিন আহ্বান
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত প্রতিবিম্বিত ।

ঘুমন্ত বাঙ্গালি জাগাবার
"বাংলাদেশ চলুক!!!"
"এগিয়ে চলুক!!!"

# এসো এসো পবিত্র

আগাছায় ভরে গেছে বাংলাকানন
রীতিহীন পরগাছা জন্মে অকারণ
কাব্যময় উদ্যানের এ ছন্দপতন
যায় না আর চলে না
ফুটন্ত ফলন্ত জীবনোদ্যানে
রীতিনীতির এই ব্যাকরণে
নিড়ানী চলুক সর্বত্র
এসো এসো পবিত্র ।

আকাশ সংস্কৃতি ভাসে
মানবতা মূর্ছা যায় অপসংস্কৃতির ত্রাসে
সমাজ রাষ্ট্র জনতা জাতি
এরি প্রভাবে বিষাক্ত কলুষিত
এপার ওপারের রেষারেষি হানাহানি
বিলুপ্ত হয়ে বাংলাকাশে
হোক হৃদয়ের জানাজানি
বিস্মৃত হোক দল সম্প্রদায় গোত্র
এসো এসো পবিত্র ।

ধন্য ধন্য মানবতার সূত্র
এশিয়ানের কাঙ্ক্ষিত মিত্র
এসো তুমি পবিত্র ।

(পবিত্র সরকারকে নিবেদিত)

# বিনির্মাণে স্বাধীনতা

স্বাধীনতা তুমি আসবে বলে মহা আয়োজন
পদ্মা মেঘনা যমুনার উত্থাল রক্ততরঙ্গে ভাসে
দুশমন। হাঙ্গর কুমির জলোচ্ছ্বাস আসে হেসে
গড়ার কামনায় ভাঙ্গার মহানন্দ সিডরের বেশে
চলে ধ্বংসের মহড়া নৃত্য কুর্দন।

স্বাধীনতা তুমি এসেছ বলে নির্মাণায়োজন
ক্লান্ত শ্রান্ত মাঝি। ভিত্তিপ্রস্তর শেষে
ইট বালু সুড়কি নিয়ে চলে টানাটানি কাড়াকাড়ি
পরিত্যক্ত তুমি। হে থমকে দাঁড়ানো স্তম্ভিত নির্মাণ
নতুন প্রজন্মে প্রতীক্ষা ফ্রান্সের জিনেদিন জিদান
লাল সবুজের ছায়াতলে গরীয়ান মহীয়ান।

# মশার শাহাদত

ভেবেছিলাম ইঁদুরই গর্ত চায় আর মানুষ চায় ফাঁক – এখন দেখি মশাও গর্ত ছাড়া গর্ত চায় আর খুঁজে বেড়ায় ফাঁক – কয় জনে আর তা পারে ...

ভোঁ ভোঁ ডাকে মশা – রক্ত ভোজের শৈত্যভোজের দশা – মিষ্টি শীতে ব্ল্যাংকেট গায়ে শুই – মশা ভিড়ে সন্তর্পণে এক দুই এক দুই – সিরিঞ্জে সিরিঞ্জে-অভিজ্ঞ ডাক্তার – ইনজেকশন চালায় সন্তর্পণে বারবার – চারদিক আর উপরে লাগালাম বেড়া – নতুন মশারী, কোথাও নেই ছেঁড়া – মাঝরাতে লোমকুপের ফাঁকে ফাঁকে – চুম্বন দিচ্ছে ঝাকে ঝাকে – কাতুকুতু চিমটি – ফাঁকে ফাঁকে চুলকানি মিষ্টি – এতো ভালবাসা এতো চুম্বনে – নিদ্রা ভাঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে – ঘুমোতে পারিনা এতো আদরে ...

মোবাইলের বাতি জ্বেলে দেখি – মশারির ভেতরে মশক বাহিনী, একি – চাইনিজ র‍্যাকেটের বন্ধুক তুলে নিলাম হাতে – ঠাস ঠাস মারছি সাথে সাথে – মশাগুলো দৌড়ে চায় জান বাঁচাতে – কিন্তু রক্ষে নেই, মরছে আমার হাতে – এক এক করে ...

তবে কয়েকটি মশা এদিক সেদিক - মশারির গায়ে বসে আছে নির্ভীক - নেই প্রাণ রক্ষার তাগিদ, নেই তাড়া - বসে আছে ভয় ছাড়া - পেটে যেনো রক্তের বেলুন - লাল রঙ্গে রঙিন - মশা নিধনের ঠাস ঠুস আওয়াজেও অকুতোভয় - নিশ্চুপ নির্ভয় - পালালো না উড়ে ...

বণী ইসরাঈলি অপরাধীর প্রায়শ্চিত্তের উপায় - প্রাণ দান আত্মহুতি স্বেচ্ছায় - মানব রক্তে অবৈধ উদর পূর্তি - যেনো না চলে জনার্থে পেট ভর্তি - তেমনি প্রায়শ্চিত্তে কি মশা দিতে চায় প্রাণ - রক্ত চুষণের অপরাধে দেবে জান - পেতে চায় শাহাদাতের শান - উদ্বুদ্ধ করতে চায় লাখো মনুষ্য অপরাধীরে ...

# বলি

দেহভরা কমনীয় যৌবন - পরতে পরতে মৌবন - মৌবন মধু পিয়াসী মৌমাছি উড়ে এসে গান গায় - মধু চায় - ঘুরে ঘুরে মন চায় - ধন চায় - প্রেম চায় - রস চায় - পায় না তাই ফিরে যায় - আবার আসে আবার যায় - তুমি লাবনি ললিতা লাবনি - কামনার পরশের এতো বাহিরে ...

কলুষিত এ বিশ্ব - মিথ্যার জঞ্জালে নিঃস্ব - সত্য হয় মিথ্যা - মিথ্যা হয় সত্য - তাই ঘটে নিত্য - খাঁটি হয় নকল, নকল হয় খাঁটি - পরিবেশিত হয় সবই পরিপাটি - যেনো সবই নিখাদ নির্ভুল - নাই তার জুড়ি, নাই তার তুল - বুঝিবার উপায় নাহিরে ...

পরম কামনা বাসনায় - স্থান দিয়েছিলে হৃদয়ের জানালায় - মনের গভীরের প্রেমাঙ্গনে - জড়িয়েছিলে প্রেম নিবেদনে - প্রেমাঙ্গনে সপেছিলে মায়াবী শতদলে - ছদ্মবেশী এক প্রেমিকের করতলে - ডেকেছিলে জীবন তীরে ...

আজ হাসপাতালে তুমি লাশ - ফিরাতে পারো না এপাশ ওপাশ - আপনজনের কান্নার রোলে ধ্বনিত আকাশ বাতাস - চারদিকে শুধুই হায় হুতাশ - ডেকেছিলে ফোনে - বাবাকে আপনজনে - বাঁচাতে পাষণ্ডের কবল থেকে - সাড়া দেওয়া গেলো না সে ডাকে - তার আগেই তোমাকে পৌছে দিয়েছে না ফেরার দেশে - এই করুণ বেশে - মুখ খুলতে দিলো না তোমারে ...

বলো তো আজ তোমার না বলা কাহিনি - কিভাবে গেলো কটি দিবস যামিনী - কী ছিল পাষণ্ড জীবনসাথীর মনে - কীই বা ছিল পাষণ্ড পরিবারের মনে - এ কি যৌতুক, কেনো জানালে না তা - একি দাসত্বের বেড়ি, কেনো গোপনে সইলে তা - একি পাষণ্ডের পরকীয়া - যাকে দিয়েছো দেহ মন হিয়া - কেনো জীবন দিলে এ নির্যাতনের ভিড়ে ...

বিবেক, জাতি, দোহাই দিয়ে বলি
আর কতো চাও মানব বলি
কতো ভোগাবে অবলা নারীরে ...

# লাঠি

আমার স্টাডি রুমের উত্তর পূর্ব কোণে
সটান দাঁড়িয়ে আছে একটা লাঠি
তাল গাছের মতো
যখন চিন্তার গভীরে লিখছি কোন কিছু
দেখছে সে বাঁকা চোখে, নিশ্চুপ
কথা নেই বলা নেই চুপে চুপেই
অবলোকন; মনে হয় দেখছে যেনো
যা লিখছি তা
ঠিক লিখছি কিনা।

যখন আমার স্টাডিতে ব্যত্যয় ঘটাতে
ঢুকে যায় কেউ কক্ষে বিনা অনুমতিতে
মনে ক্ষোভ, কখনো লুকাতে লুকাতে
সঙ্গ দেই, বলি কথা, উষ্মা চেপে
কখনো তা ফুটে যায় বেলুনের মতো
ঠাস করে, সে তাকায় ওই কোন থেকে
আড় চোখে, বেসুরো গেলো কিনা
মনোবীণা।

সকাল বিকেল সন্ধ্যায়
দ্বারপ্রান্তে ঢুকেই দেখি অসহায়
দাঁড়িয়ে; অভিযোগ জানায়
কেনো ভুলে গেলে, এতো দেরি
কেনো এখানে ওখানে বেতাল হেরি
এটা ঠিক ওটা বেঠিক
নসিহত হয়ে রয়
হৃদয়ের গভীরে।

তন্দ্রা নেই নিদ্রা নেই
অতন্দ্র প্রহরী
নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসা শুভাকাঙ্খা
না ফেরার দেশে চলে যাওয়া
জন্মদাতা পিতার
সেই লাঠি।

# বালিশ

ওরা বোয়িং উড়ে
কনকর্ড চড়ে
সুপারসনিক চায়
বিদ্যুৎ গতির
কিছু বানায়
তুমি কেনো
বালিশ চাও?

# মঞ্চ

ভেজা নারীদেহের উন্মুক্ত বক্ষ বিছানো কোমল উষ্ণ মঞ্চে অগণিত আমন্ত্রিত অতিথি। বর্ণালী রক্তকৃষ্ণ পুষ্পরাজির আস্তরে ঘেরা চারিদিক। তারকার বাল্বগুলো ছাদে ছাদে মিটিমিটি কথা কয়। নীচে রঙ-বেরঙ মৎস্যের উৎফুল্ল দৌড়, মনিমুক্তোর সমাহার। দুগ্ধ শুভ্র শার্টে স্যুট টাই গলায় প্রলম্বিত গ্রীবায় উপবিষ্ট সভাপতি। বক্তৃতার পর বক্তৃতা। গল্পের পর গল্প। সঙ্গীতের পর সঙ্গীত। কোকিলদের ক্লান্তি নেই। তুমি কই? এতো বেসুরো কেন তুমি? জাগো। গাও।